Total No. of printed pages = 6

4 (Sem-3) FBEN-II

2018

BENGALI

(Functional MIL–II)

Paper : 3·2

Full Marks – 80

Pass Marks – 24

Time – Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১×১০=১০

(ক) 'বিচিত্র প্রবন্ধ' কবে প্রথম প্রকাশিত হয় ?

(খ) 'সাত সমুদ্রের জল —— পরিপূর্ণ।' —শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(গ) 'মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার —— মাড়াইয়া চলিতে হয়।' —শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(ঘ) 'শরৎ' প্রবন্ধটি 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর কোন্ সংস্করণে যোগ করা হয়েছিল ?

(ঙ) 'ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ —— '। —শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

[Turn over

(চ) কেকাধ্বনি বলতে কী বোঝ ?

(ছ) ব্যাঙের ডাক কিসের সঙ্গে খাপ খায় ?

(জ) 'জয়দেবের —— ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে।'
—শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(ঝ) পশ্চিমে শরতের গানে দেখি —— কথা।
—শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(ঞ) বাংলা প্রতিশব্দ লেখো ঃ Agenda

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ২×৫=১০

(ক) 'পরনিন্দা' প্রবন্ধটি কোন্ পত্রিকায়, কোন্ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় ?

(খ) Overdraft শব্দটির দুটি বাংলা প্রতিশব্দ লেখো।

(গ) টীকা লেখো ঃ ললিতলবঙ্গলতা

(ঘ) শরৎকে প্রাবন্ধিক কেন শিশু বলেছেন ?

(ঙ) 'পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে —— করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে —— দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।' —শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

৩। পত্র লেখো ঃ (যে কোন দুটি) ঃ ৫×২=১০

(ক) তুমি যে মালের ফরমাস দিয়েছিলে তা সরবরাহ করা হয়েছে, কিন্তু তা অতি নিম্ন মানের এবং দর অধিক। তাছাড়া ফরমাস অনুযায়ী মাল পাঠানোও হয়নি। এ সম্পর্কে সরবরাহকারীকে জানিয়ে একখানি অভিযোগ পত্র লেখো।

(খ) পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী মূল্য শোধের তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে। আগামী দুমাসের মধ্যে মূল্য শোধ করার জন্য তাগাদা দিয়ে ক্রেতার নিকট একখানি পত্র লেখো।

(গ) বিদেশী একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তুমি কিছু যন্ত্রপাতি ভারতে আমদানি করতে ইচ্ছুক। তোমার অভিপ্রায়, সামর্থ্য ও শর্ত ইত্যাদি জানিয়ে একটি পত্র লেখো।

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো ঃ (যে কোন দুটি) ৫×২=১০

(ক) "যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না।"

(খ) "প্রাণের একটি রঙ আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হলদে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রঙ নয়; তা কোমলতার রঙ।"

(গ) "যে ধর্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয় কিন্তু পালনীয় নহে।"

৫। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (যে কোন দুটি) ১০×২=২০

(ক) 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ রবীন্দ্রনাথের যে জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধ ফুটে উঠেছে, তা তোমার নিজের ভাষায় তুলে ধরো।

(খ) সমাজ জীবনে পরনিন্দার আবশ্যকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো।

(গ) 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে আপাত কর্কশ কেকাধ্বনিকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে শিল্প-সৌন্দর্যাস্বাদনের উপকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আলোচনা করো।

(ঘ) 'শরৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শরতের রূপ ও ভাবের যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন, তা বর্ণনা করো।

৬। নিম্নলিখিত বাণিজ্যিক শব্দাবলির পারিভাষিক বাংলা প্রতিশব্দ লেখো ঃ (যে কোন দশটি) ১×১০=১০

Affidavit, Audit, Balance Sheet, Bonus, Provident Fund, Quorum, Stock Exchange, Working Capital, Agreement, Hire Purchase, Debenture, Rebate, Annual Return, Demand Draft, Power of Attorney.

৭। সারাংশ লেখো ঃ (যে কোন একটি) ঃ ১০×১=১০

(ক) "সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয় — এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা, দারিদ্র্য,

আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে ; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বন্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে ; এইজন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আর আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুইই সমান।"

(খ) "সমবায় ভাণ্ডার হল ক্রেতাদের নিয়ে। অর্থাৎ আমার আপনার মতো যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাইরের দোকান থেকে কিনে সংসার চালাই তাদের নিয়ে তৈরি একটা সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত দোকান বা ভাণ্ডার। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন ধরুন— চাল, ডাল, আটা, তেল, মশলা, কাপড়— এছাড়া আরও অনেক জিনিস সকলে বাইরের দোকান থেকে কেনেন, দোকানদার যে পরিমাণ লাভ রেখে জিনিস বিক্রি করে তা থেকে তার ঘরভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, নিজের ভরণপোষণ ইত্যাদি নির্বাহ করবার পরও তার বেশ কিছু উদ্বৃত্ত আয় থাকে। ক্রেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে যদি নিজেরাই সমবায় দোকান বা ভাণ্ডার স্থাপন করে এবং সেখান থেকে জিনিসপত্র কেনেন তবে সে লাভ নিজেদেরই থেকে যাবে এবং সমবায় নিয়ম অনুসারে সে টাকা নিজেদের মধ্যে ক্রয়ের উপর ছাড় বা রিবেট হিসাবে

ভাগ করে নিতে পারেন। তাছাড়া আপনি জানেন যে, অনেক দোকানদার খারাপ জিনিস ভালো বলে চালায়; এবং অনেকেই কম ওজনের মাপ দিয়ে আপনাদের ঠকায়; আবার সুযোগ বুঝে সাময়িক ঘাটতি অবস্থার সৃষ্টি করে আপনাদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো দাম আদায় করে নেয়। সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করে ক্রেতারা এ সবের হাত থেকে রেহাই পাবেন, কারণ সমবায় ভাণ্ডারের আদর্শ হল ন্যায্য দামে ঠিক ওজনে ভালো ও খাঁটি জিনিস সরবরাহ করা।"